সমকাল

তারিখ ... 24.SEP..2015 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...১...

প্রশ্নপত্র ফাঁস

# দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে না কেন?

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিন ডাক্তারসহ কোচিং সেন্টারের তিন শিক্ষক ও এক পরিচালককে মঙ্গলবার আটক করেছে র‍্যাব। বুধবার সমকালে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই আটকের ঘটনা শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার নিশ্চিতের পক্ষে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে, সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের এ পর্যন্ত শাস্তির খাঁড়ায় পড়তে হয়েছে কি? বুধবার প্রকাশিত এক দৈনিকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত ছয় বছরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় রাজধানীতে ৭০টি মামলা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো অপরাধী শাস্তি পায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আটককৃতরা অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এখন জাতীয় উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এবার মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগটি এই উদ্বেগকে আরও বৃদ্ধি করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে দেশে বিভিন্ন পেশায় মেধা সংকট সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ একজন সাধারণ মানের শিক্ষার্থী ফাঁস করা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে কৃতকার্য হয়ে একজন মেধাবী, বিশেষ করে কম অবস্থাসম্পন্ন ঘরের শিক্ষার্থীর ভালো প্রতিষ্ঠানে প্রত্যাশিত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। তদুপরি ফাঁস করা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়ার কারণে ওইসব শিক্ষার্থীর নৈতিক বলও হ্রাস পাবে। এদের অনেকের কাছে সুনীতি আপ্তবাক্য মনে হতে পারে। এ অবস্থায় অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষিত যুবশক্তির কাছ থেকে প্রতিরোধ বা দৃঢ় অঙ্গীকার প্রত্যাশা করা যাবে কি? প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলা যে এজাহারের ভিত্তিতে হয়েছে সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল। তদুপরি মামলা চলার সময় সাক্ষীদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে এজাহারভুক্ত আসামিরা সহজেই খালাস পেয়ে যায়। প্রশাসনের উচিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দায়েরকৃত এজাহার যাতে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করেই করা হয় আর মামলার সাক্ষীরা যাতে মামলা চলাকালে নিয়মিত হাজির থাকে তার ব্যবস্থা করা। প্রশ্ন ফাঁসের মামলায় দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে এই সর্বনাশী প্রবণতার লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হতে পারে। যে মামলাগুলো এখন বিচারাধীন এবং যেগুলো প্রক্রিয়াধীন, সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে ত্রুটি দূর করা উচিত। মনে রাখতে হবে, শুধু আটকই অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা।